সংবাদ

তারিখ 23 JAN 2013
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

সিকৃবিতে রাজনৈতিক পরিচয়ে অযোগ্যদের নিয়োগে মহোৎসব

মো. নাসির উদ্দিন, সিলেট

রাজনৈতিক বিবেচনায় অযোগ্যদের নিয়োগের মহোৎসব চলছে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (সিকৃবি)। একই সঙ্গে চলছে নিয়োগ বাণিজ্যও। সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে শিক্ষকসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে নিয়োগ পেয়েছেন আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সমর্থকরা। বর্তমান সরকারের সময় কয়েকশ' নিয়োগ দিয়ে খবরের শিরোনাম হয়েছে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে বিভিন্ন অনুষদে প্রভাষক, সহকারী ও সহযোগী অধ্যাপক নিয়োগ দেয়া হয়েছে—যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ অনুষদ মেধাশূন্য হয়ে পড়ছে। দলের স্বার্থে এক বিভাগের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দেয়া হচ্ছে অন্য বিভাগে। শিক্ষার্থীদের মেধাবিকাশের স্বার্থকে উপেক্ষা করে নিজের পছন্দের লোকদের বিভিন্ন অনুষদে নিয়োগ দিয়েছেন ভিসি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। দু-একটি অনুষদ ছাড়া বাকি সব অনুষদে অনভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ পাওয়ায় শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ জন্য ভিসির [illegible] দাবি করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষক অভিযোগ করেছেন, ডিগ্রি অনুযায়ী এক বিভাগের শিক্ষককে অন্য বিভাগে দেয়ায় সঠিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। [illegible] ভিসির [illegible] এই [illegible] শিক্ষকদের [illegible] বিভাগে [illegible] ভিসির এমন [illegible] শিক্ষকদের [illegible] ভিসির অনিয়মের [illegible] এটি [illegible] ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল [illegible] তিন অধ্যাপক [illegible] ইসলামকে [illegible] দেয়া হয়েছে। মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. নাসরিন সুলতানা লাকীর [illegible] হয়েছে।

বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্স অনুষদে ১৭টি বিভাগ না থাকলেও শুধু সিকৃবিতে ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্স অনুষদের উন্নয়নের দোহাই দিয়ে গত বছরের ১৯ নভেম্বর ১৫টি বিভাগ চালু করা হয়। কিন্তু বিভাগ [illegible] হওয়ার পর থেকে ডিগ্রি অনুযায়ী অভিজ্ঞ শিক্ষকদের সংশ্লিষ্ট বিভাগে দেয়া হয়নি। এতে করে চিকিৎসা শাস্ত্রের নিয়ম উপেক্ষা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বিবেচনা না করে ভিসি ড. মো. শহীদুল্লাহ নিজের জামাতাকে একটি বিভাগের প্রধান করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন লঙ্ঘন করে নতুন নজির সৃষ্টি করেছেন। ভিসির জামাতা ডা. মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান মাইক্রোবায়োলজিতে [illegible] এবং সার্জারি অ্যান্ড এমএস ডিগ্রিধারী হলেও তাকে সার্জারি অ্যান্ড থেরিওজেনোলজি বিভাগে দেয়া হয়েছে। অথচ তার মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে থাকার কথা। এছাড়া ভিসির জামাতা আতিকুজ্জামান [illegible] মেডিসিন বিষয়ে এমএস ডিগ্রি নেন। একই সময়ে তিনি [illegible] থেকে এমএস [illegible] দেশ থেকে [illegible]। এছাড়া [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন [illegible] সহকারী অধ্যাপক পদ [illegible] ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় চেয়ারম্যান [illegible] হয়েও [illegible] সংশ্লিষ্ট [illegible] ভিসির জামাতা আতিকুজ্জামান। গত ১৮ জানুয়ারি প্রশাসনিক আদেশে ডা. মোহাম্মদ আতিকুজ্জামানকে সার্জারি অ্যান্ড থেরিওজেনোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পদায়ন করা হলেও তার এ বিষয়ে এমএস ও পিএইচডি ডিগ্রি নেই।

[illegible] দিয়ে চলা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এনাটমি অ্যান্ড হিস্টোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলামের অন্য বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি থাকলেও তাকে এই বিভাগে রাখা হয়েছে। এছাড়া মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি বিভাগের ডা. নাসরিন সুলতানা লাকীকে তার সার্জারি বিষয়ে এমএস ও ১২ বছর সার্জারি বিষয়ে শিক্ষকতা করার অভিজ্ঞতা থাকলেও অনুষদীয় ডিনের সুপারিশ ছাড়াই এনাটমি অ্যান্ড হিস্টোলজি বিভাগে পদায়ন করা হয়েছে। মাইক্রোবায়োলজিতে পিএইচডি [illegible] ডা. মোহাম্মদ কাওছার হোসেনকে সার্জারি অ্যান্ড থেরিওজেনোলজি বিভাগে নিয়ে আসা হয়েছে। মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি বিভাগে সার্জারি বিষয়ে কোন শিক্ষক না থাকার পরও এ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. [illegible] চন্দ্র রায়কে শুধু [illegible] হওয়ায় নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে সার্জারি বিষয়ে ডিগ্রি দেয়া হয়েছে। সিকৃবিতে শ্রেণী শিক্ষক সার্জারি বিষয়ে না থাকার পরও তার এমএস ডিগ্রি কীভাবে হলো তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। [illegible] অ্যান্ড [illegible] ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রিধারী ড. মোহাম্মদ মেহেদী হাসান খানকে বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড কেমিস্ট্রি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে রাখা হয়েছে। ফিজিওলজি বিভাগে রাখা হয়েছে প্রভাষক ড. মতিয়ার রহমান হাওলাদারকে। অথচ তার পিএইচডি রয়েছে প্যারাসাইটোলজি বিষয়ে। একইভাবে বর্তমানে মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড [illegible] বিভাগে কর্মরত প্রভাষক ড. এটিএম [illegible] ই. ইলাহীর পিএইচডি হলো [illegible] ডেইরি অ্যান্ড পোল্ট্রি সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক ড. [illegible] পিএইচডি [illegible] বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. [illegible] মো. [illegible] এমএস [illegible] অধ্যাপক ডা. মো. [illegible] উদ্দিন ভূঁইয়া ও ডা. কাজী মেহেতাজুল ইসলামকে প্যারাসাইটোলজিতে দেয়া হয়েছে। অধ্যাপক ড. [illegible] মেডিসিন [illegible] এপিডেমিওলজিতে এমএস ও পিএইচডি থাকলেও ভিসির [illegible] সার্জারি বিভাগে [illegible] হওয়ায় তাকে তার চাওয়া অনুযায়ী প্যাথলজি বিভাগে [illegible] হয়েছে।

একই সময়ে দেশ-বিদেশে ২টি ভিন্ন বিষয়ে এমএস ডিগ্রি নেয়া এবং সার্জারি ও থেরিওজেনোলজি বিষয়ে শ্রেণী শিক্ষক হিসেবে অভিজ্ঞতাহীন ডা. আতিকুজ্জামান [illegible] হিসেবে [illegible] বলেন, আমি [illegible] মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড বায়োটেকনোলজিতে এমএস করেছি। এখন এই বিভাগেই আছি।

[illegible] দিয়ে চলা গেছে, সিকৃবিতে ডা. আতিকুজ্জামান মেডিসিন বিষয়ের শ্রেণী শিক্ষক ছিলেন। মেডিসিন বিভাগে পদায়ন না দিয়ে সার্জারি ও থেরিওজেনোলজি বিভাগে [illegible] তিনি [illegible] শিক্ষক [illegible]। সার্জারি এবং থেরিওজেনোলজি ২টি বিষয়ের কোনটিতেই এমএস না থাকার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, একজন শিক্ষকের পরিচয় শুধু শিক্ষক হিসেবে। আমি একজন শিক্ষক হিসেবে এই বিভাগে আছি। এছাড়া সহকারী অধ্যাপক হয়ে মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে [illegible] বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, [illegible] হিসেবে বিভাগীয় চেয়ারম্যানের [illegible] এমন [illegible] আমাকে এই বিভাগে [illegible] হয়নি। [illegible] নেই। তিনি বলেন, আমি এসব নিয়ে তোয়াক্কা করি না।

এ ব্যাপারে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মো. শহীদুল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'আমি জানি [illegible] কী বিষয়ে কথা বলতে চাচ্ছেন। আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলতে পারেন।'

মেধাশূন্য হচ্ছে প্রতিটি অনুষদ